নাটোর | রেজি: নং-রাজ: ১৬১ | বুধবার, ২৮ অক্টোবর ২০২৬ | ২৯ বর্ষ

The Weekly Hishab
সাপ্তাহিক হিসাব
অন্তরালের সকল হিসাব এক কাগজে

প্রতীক্ষায় সিংড়াবাসী

সিংড়ার গ্যাসকূপ: তারেক রহমানের হাতেই পূর্ণতা পাবে কি বাবার স্বপ্ন?

সাড়ে চার দশক ধরে নাটোরের সিংড়ায় অরক্ষিত পড়ে আছে বিশাল সম্ভাবনাময় একটি গ্যাসকূপ। ১৯৭৯ সালে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই অঞ্চলে জ্বালানি নিরাপত্তার যে স্বপ্ন বুনেছিলেন, তা আজ চরম অবহেলায় রুদ্ধ। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের কাছে চলনবিলবাসীর প্রত্যাশা আকাশচুম্বী-বাবার রেখে যাওয়া এই অসমাপ্ত কাজ তিনি শুরু করুন। এই কূপ খনন কেবল জ্বালানি সংকট দূর করবে না, বরং উত্তরাঞ্চলে শিল্পবিপ্লব টিয়ে তৈরি করবে হাজারো মানুষের কর্মসংস্থান। চলনবিলের মানুষের বিশ্বাস, পিতার উন্নয়ন দর্শনের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তারেক রহমানের বলিষ্ঠ পদক্ষেপই পারবে এই জাতীয় সম্পদের তালা খুলে নতুন অর্থনীতির সূর্যোদয় ঘটাতে।

এস.এম জিয়াউর রহমান লেলিন প্রকাশ: ৩ অক্টোবর ২০২৬ ২ মিনিট পাঠ



বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির প্রাণশক্তি হলো জ্বালানি। কিন্তু দেশের উত্তরাঞ্চল, বিশেষ করে চলনবিল অধ্যুষিত নাটোর ও রাজশাহী অঞ্চল জ্বালানি সংকটে এক কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ ৪৪ বছর ধরে সিংড়ার কান্তানগর-কয়রাবাড়ির পরিত্যক্ত গ্যাসকূপটি যেন এক বিশাল আক্ষেপের নাম। ১৯৭৯ সালে দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই অঞ্চলে গ্যাসের সম্ভাবনা চিহ্নিত করে খননের যে ঐতিহাসিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন, তা ছিল উত্তরাঞ্চলের শিল্পায়নের এক স্বপ্নযাত্রা। কিন্তু ১৯৮১ সালে তাঁর শাহাদাতবরণের পর সেই স্বপ্ন কেবল ফাইলবন্দি হয়েই রয়ে গেছে, আর কোনো সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান এই সম্পদের পূর্ণ সম্ভাবনার সদ্ব্যবহার নিয়ে ভাবেননি। ইতিহাস স্বাক্ষ্য দেয়, শহীদ জিয়ার শাসনামলে জার্মানির বিশেষজ্ঞ দল সিংড়ার কয়রাবাড়িতে বিপুল পরিমাণ গ্যাস ও জ্বালানি তেলের অস্তিত্বের কথা জানিয়েছিল। পেট্রোবাংলার তত্ত্বাবধানে তখন প্রায় তিন একর জমি অধিগ্রহণ, সড়ক নির্মাণ এবং কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে বিশাল কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়েছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে, ১৯৮১ সালের পর রাষ্ট্রীয় অবহেলায় সেই গ্যাসকূপটি ধাতব পদার্থ দিয়ে সিলগালা করে দেওয়া হয়। কেন এই জাতীয় সম্পদকে রুদ্ধ করা হলো, তা আজও এক অজানা রহস্য। অথচ আজ যখন জ্বালানি সংকটে দেশের উৎপাদন খাত মুখ থুবড়ে পড়ছে, তখন এই পরিত্যক্ত কূপটির গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে গেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মাত্র ৭০ থেকে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনরায় খনন সম্ভব হলে

সিংড়ার এই কূপটি উত্তরাঞ্চলের গ্যাস সংকট মোচনে বিশাল ভূমিকা রাখতে পারে। এর ফলে নাটোর-রাজশাহী অঞ্চলে গড়ে উঠতে পারে নতুন নতুন শিল্পকারখানা, নিশ্চিত হতে পারে ১২ থেকে ১৫ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান। চলনবিল অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের এই দাবি কেবল স্থানীয় কোনো চাহিদা নয়, এটি এখন একটি জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সময়ে যখন পুরো জাতি এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছে, তখন চলনবিলের মানুষ বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে আছেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরি, গণমানুষের নেতা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের দিকে। বাবার রেখে যাওয়া যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চাকা মাঝপথে থেমে গিয়েছিল, মানুষ বিশ্বাস করে, তারেক রহমানের বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বেই সেই অসমাপ্ত কাজ পূর্ণতা পাবে। বাবার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার দায়বদ্ধতা এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব-উভয় দিক থেকেই এই গ্যাসকূপ খনন হতে পারে তারেক রহমানের সরকার গঠনের অন্যতম একটি মাইলফলক। চলনবিলের সাধারণ মানুষ আশা করে, প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে এই গ্যাসকূপ খননের বিষয়ে জরুরি নির্দেশনা আসবে। অবহেলায় হারিয়ে যাওয়া এই জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে উত্তরাঞ্চলের ভাগ্য পরিবর্তন এবং জ্বালানি স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে জনাব তারেক রহমানের হস্তক্ষেপই এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি। একটি পরিত্যক্ত কূপের খনন কেবল গ্যাস উত্তোলন নয়, এটি হবে উন্নয়নের পথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। আমরা চাই, চলনবিলের বাতাসে এখন থেকে আর ব্যর্থতার সুর নয়, এখন উন্নয়নের নতুন জয়ের গান বাজুক।